JAN. 6 — 2001

প্রকৃত ও মেধাবী ছাত্রদেরই ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে থাকা উচিত

ডিএমসি অ্যালামনাই ট্রাস্টের সহস্রাব্দ প্রীতি সম্মিলনী উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রকৃত ও মেধাবী ছাত্রদেরই ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে থাকা উচিত, অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের নয়। প্রধানমন্ত্রী গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজের মিলন স্মৃতি মিলনায়তনে কলেজের সাবেক ছাত্রদের 'সহস্রাব্দ পুনর্মিলনী উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। বাসস, ইউএনবি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ নেতা। তাই ছাত্র নেতাদের শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন হতে হবে। অস্ত্রধারী ও পেশী শক্তিধর হলে চলবে না। নাম উল্লেখ না করে একটি ছাত্র সংগঠনের দিকে ইঙ্গিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অছাত্রদের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আসা উচিত নয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই ট্রাস্ট আয়োজিত এ প্রীতি সম্মিলনীতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম। ট্রাস্ট চেয়ারম্যান ডা. ওয়ালিউল্যাহ এতে সভাপতিত্ব করেন।

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, প্রগতি ও উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সন্ত্রাস। তাই আমাদের সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয় যদি সেখানে প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা জড়িত হয়। তিনি বলেন, যদি একজন সন্ত্রাসীকে কোনো ছাত্র সংগঠনের প্রধান করা হয় তবে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়।

বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তর সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে চিকিৎসক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অতীত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগমথিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এই হাসপাতালেই '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সন্তান জয়ের জন্ম। ১৯৬৮ সালে এই হাসপাতালেই অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য কেবিন চেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন তিনি। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলনের কারণেই তাকে কেবিন দিতে অস্বীকার করলেও কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকদের চাপে পড়ে কেবিন দিতে বাধ্য হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. কাজী শহিদুল আলম, বিএমএ মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, কলেজের অধ্যক্ষ ডা. কে এম ডি শহিদুল ইসলাম, পুনর্মিলনী চেয়ারম্যান ডা. খলিলুর রহমান এবং আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ডা. কাজী মেজবাহউদ্দীন ইকবাল।